করিয়া থাকেন। যে পদবীতে আরোহণ করিলে স্বভাবসিদ্ধ অহিংসা ও উপশমটি উদিত হইয়া থাকে। এই প্রমাণে ভগবানে জাতরতি ভক্তগণের অহিংসা এবং উপ-রতিটি যে স্বভাবসিদ্ধ-ধর্ম্ম, তাহাই দেখানো হইল। পরমসিদ্ধ মহাগবতগণেরও—"সর্ব্বভূতেষু য পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

অর্থাৎ যে জন চেতন, অচেতন সর্ব্বভূতে নিজ অভীষ্ট ভগবানের সত্তা অনুভব করেন এবং সর্ব্বভূতকে ভগবদাশ্রিতরূপে উপলব্ধি করেন। তৃতীয়তঃ নিজের অভীষ্ট ভগবানের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি মধ্যে যে কোনও ভাব থাকুক্ না কেন, সেই ভাবের সত্তা চেতন অচেতন সর্ব্বভূতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি। ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীহরি নামে যোগীন্দ্রের উক্তি অনুসারে সর্ব্বভূতে ভগবৎসত্তাদি অনুভব করেন বলিয়া হিংসাদি দৃষ্টির স্বতঃই অভাব ঘটিয়া থাকে। তন্মধ্যে সাধক-ভক্তগণের কিন্তু—"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" অর্থাৎ বৃক্ষমূলে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধ ভূজ উপশাখা সকলেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। এই ৪।১১।১০ শ্লোকে শ্রীনারদের উক্তি অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনীতে নিখিল দেবগণের উপাসনা হইয়া থাকে। অতএব, সেই বিষ্ণু ভিন্ন দেবতান্তরের উপাসনা-করিবার উপদেশ পুনরুক্তি দোষের মত প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিলেই যখন যখন সকল দেবতার উপাসনা হয়, তখন অন্য দেবতার উপাসনা করিবার কি প্রয়োজন? তাহাতেই সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে—কেবল স্বতন্ত্র ঈশ্বরদৃষ্টিতে পৃথকরূপে দেবতান্তরের উপাসনাই ভক্তি-সাধকের পক্ষে দোষাবহ বলিয়া অকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই প্রকরণে কিন্ত সেই সেই ব্রহ্মাদি প্রাণীবৃন্দে শ্রীভগবানেরই উপাসনার বিধি করা হইয়াছে। সর্ব্বভূতকে অবশ্যই আদর করিতে হইবে—এটিও ভগবৎসম্বন্ধেই সম্পন্ন হইতে পারে। ভগবদ্দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতে আদর করিলে অতি সত্বর অন্যত্র রাগ, দ্বেষ নিবৃত্তি হইবে। এই অভিপ্রায়ে ভগবদ্দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতে আদরের উপদেশ করিয়াছেন।

অতএব, কেবল ভূতগণের প্রতি অনুকম্পার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবদর্চ্চন পরিত্যাগ করাতে শ্রীভরত মহাশয়ের ভগদ্ভক্তির বিঘ্নই উপস্থিত হইয়াছিল। সেইজন্য যাঁহারা বলেন—জীবে দয়া করাই মুখ্য ভগবদ্ভক্তি, শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ পূজা মুখ্য ভগবদ্ভক্তি নহে, ভরত মহাশয়ের দৃষ্টান্তে সেই মতটি নিরস্ত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের নির্গুণ ভক্তিলাভের উপায়রূপে সর্ব্বভূতে অনাদরকারীর দোষ উল্লেখের অব্যবহিত পূর্ব্বে "ক্রিয়াযোগেন